ইদের দিন শুনসান জামা মসজিদ চত্বরে শুধু উড়ছে একঝাঁক পায়রা। নয়াদিল্লিতে বুধবার। –পিটিআই

আশ্বাস ভাগবতের

এনআরসিতে ক্ষতি নেই মুসলিমদের

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই : উত্তরপ্রদেশ, অসম, হরিয়ানার বিজেপি সরকার ও নেতারা কথায় এবং কাজে যতই মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ফুটিয়ে তুলুক, নিজের নয়া উদারবাদী মুখোশ ছাড়তে নারাজ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বরং ভারতে বসবাসকারী মুসলিমদের নয়া মসিহা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার যে চেষ্টা তিনি শুরু করেছেন, তা জারি রাখারই পক্ষপাতী সরসংঘচালক। বুধবার গুয়াহাটিতে একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ভারতের মুসলিমদের কোনও ক্ষতি করবে না। তাঁর আশ্বাস, নয়া নাগরিকত্ব আইনের ফলে একজন মুসলিমেরও ক্ষতি হবে না। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার ব্যাপারে ভারত ১৯৫০ সালের নেহরু–লিয়াকত চুক্তি অনুসরণ করলেও পাকিস্তান তা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মোহন ভাগবত।

সম্প্রতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন নিয়ে অসম, উত্তরপ্রদেশে জোরালো বিতর্ক শুরু হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ইতিমধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার

জন্য পপুলেশন আর্মি গড়ার কথাও বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে মোহন ভাগবতের আশ্বাসবার্তা নিছক কথার কথা না কি কূট রাজনীতির সূক্ষ্ম চাল তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে হিমন্তও হাজির ছিলেন। সিএএ–এনআরসি, এনপিআর নিয়ে ২০১৯ সালে দেশজুড়ে ব্যাপক জনআন্দোলন তৈরি হয়েছিল। ভাগবতের অভিযোগ, সিএএ, এনআরসি নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই একটি সাম্প্রদায়িক আখ্যান তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৩০ সাল থেকে মুসলিমদের জনসংখ্যা বাড়ানোর সংগঠিত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনীতি জড়িত নয়। মুসলিম সম্প্রদায়কে কীভাবে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছে। পঞ্জাব, বাংলা ও অসমে এটা করা হয়েছিল। এর জন্য দেশভাগ হয় এবং বাংলা ও পঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হয়। কিন্তু অসম বেঁচে যায়। ভাগবত বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র নিয়ে বাইরের দেশগুলি যেন আমাদের শিক্ষা দিতে না আসে। অন্যের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষাকে সম্মান করা ভারতের পরম্পরা।

বড্ড ঘুম পাচ্ছে! সুরাটের পার্কে সিংহ–সিংহী যখন বিশ্রামে। বুধবার। পিটিআইয়ের ছবি।

গাড়ি চালিয়ে মৃত দানিশের মাথা গুঁড়িয়ে দেয় তালিবান

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকির মৃত্যুর দায় স্বীকার না করে দুঃখ প্রকাশ করেছে তালিবান। একইসঙ্গে জঙ্গিদের পরামর্শ, যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে চাইলে সাংবাদিকদের উচিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। আফগান সেনার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এলে বিপদে পড়তে হবে।

তালিবানের বয়ানের তাৎপর্য নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। কূটনৈতিক মহলের মতে, দানিশের মৃত্যু নিয়ে জঙ্গি সংগঠনের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট যে, তারা নিজেদের আফগানিস্তানের শাসক ভাবতে শুরু করেছে। তবে সম্প্রতি আফগান সেনার একজন কমান্ডার দানিশের মৃত্যু সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা একদিকে যেমন মর্মান্তিক তেমন ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক।

কমান্ডার বিলাল আহমেদ এক সাক্ষাৎকারে জানান, তালিবানদের গুলিতে দানিশের মৃত্যু হয়। ভারতীয় সাংবাদিকের পরিচয় জানার পর তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে নির্মম আচরণ করেছে জঙ্গিরা। গাড়ি দিয়ে দানিশের মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের প্রতি ঘৃণা থেকে তালিবানরা একাজ করেছে বলে দাবি বিলালের। তিনি বলেন, 'আফগান সেনার সঙ্গে চিত্রসাংবাদিক দানিশ পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন স্পিন বোলডক শহরে লড়াইয়ের ছবি তুলতে গিয়েছিলেন। সেসময় তালিবান হামলার তাঁর মৃত্যু হয়। দানিশের সঙ্গে প্রাণ হারান এক প্রবীণ আফগান আধিকারিক।' বিলালের বক্তব্য, দু'জনকে খুন করার পর জঙ্গিরা মৃত দানিশের পরিচয় জানার চেষ্টা করে। যখন বুঝতে পারে যে মৃত ব্যক্তি একজন ভারতীয় নাগরিক তখন গাড়ি দিয়ে দানিশের মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়।

দানিশের জন্য শোক প্রকাশ চলছেই দেশের বিভিন্ন শহরে।

মার্কিন সেনা আফগানিস্তান থেকে সরতে শুরু করার পরেও চিন, রাশিয়ার মতো ভারত তালিবানদের সঙ্গে সরকারিভাবে আলোচনায় বসেনি। বরং মোদি সরকার যে আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারের পাশে রয়েছে বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছে সাউথ ব্লক। আফগান প্রেসিডেন্ট আসরফ ঘানি ও সেদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন জয়শংকর। ২৭–৩০ জুলাই দিল্লি আসার কথা আফগান সেনাপ্রধান জেনারেল আলি মহম্মদ আহমদজাইয়ের। ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নরভানে, অজিত দোভাল সহ প্রতিরক্ষা বিভাগের একাধিক কর্তার সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে আহমদজাইয়ের।

তালিবানের প্রভাব বিস্তারে আফগান সেনা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আফগান সরকারের শীর্ষস্তর থেকে একাধিকবার ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সেদেশের সেনাপ্রধানও ভারতের সহায়তা নিশ্চিত করতে দিল্লি আসছেন। গত দু'দশকে আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে প্রায় সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে ভারত। কাবুলের পার্লামেন্ট ভবন থেকে শুরু করে সেখানকার প্রধান সড়ক, বাঁধ, বিদ্যুৎকেন্দ্র সবই ভারতের তৈরি। তালিবান শাসনে সেই বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ থাকবে তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে দিল্লি।

পেগাসাস তথ্য খতিয়ে দেখবে থারুরের কমিটি

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : পেগাসাস কেলেঙ্কারি নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী সংসদীয় কমিটির বৈঠক ডাকলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। শশী ওই কমিটির মাথায় রয়েছেন। ২৮ জুলাই ওই বৈঠক হবে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে ওই বৈঠকে। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের ডেকে মতামত নেওয়া হবে বলেও জানা গিয়েছে।

পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে নাগরিকদের ফোনে আড়ি পাতা ও নজরদারি চালানোর অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোট বিশারদ প্রশান্ত কিশোর সহ দেশের স্বনামধন্য বহু রাজনীতিক, সমাজকর্মী, আইনজীবী, বিচারপতি ও অন্যান্যদের ফোনে স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে আড়ি পাতা হয়েছে বলে খবর। এ নিয়ে সংসদেও যথেষ্ট গোলমাল হয়েছে। ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীদের মধ্যে বাগযুদ্ধ তুঙ্গে। যদিও আড়ি পাতার ব্যাপারে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই বলে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন।

পেগাসাস কাণ্ডে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি করেছেন শশী থারুর। তিনি বলেছেন, 'দেশে একাধিক ফোনের ফরেন্সিক পরীক্ষা করে পেগাসাস স্পাইওয়্যারের অস্তিত্ব মিলেছে। এই স্পাইওয়্যার একমাত্র কোনও দেশের সরকারকেই বিক্রি করা হয়। দেশের নিরাপত্তার খাতিরে নজরদারি চালাতে সরকার এই সফটওয়্যার ব্যবহার করবে, এটাই প্রত্যাশিত। কোনও বেসরকারি সংস্থাকে এই স্পাইওয়্যার বিক্রি করা হয় না। তাই তাদের হাতে এটা যাওয়ার কথা নয়। তা হলে জানতে হবে, কোন সরকার এটা ব্যবহার করেছে ভারতীয়দের ফোনে আড়ি পাততে। ভারত সরকার যদি না করে থাকে, তা হলে অন্য কেউ নিশ্চয়ই করেছে। এটা জানার দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। এই দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না।'

থারুরের নেতৃত্বাধীন স্ট্যান্ডিং কমিটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা নাগরিকদের তথ্যের সুরক্ষা, গোপনীয়তা রক্ষায় দায়বদ্ধ। পেগাসাসের মাধ্যমে সত্যিই ফোন হ্যাক করা হয়েছে কি না, তা কমিটি খতিয়ে দেখবে। প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। জেরাও করা হবে।

চিনের বহু প্রদেশে বন্যায় মৃত ২৫

বেজিং, ২১ জুলাই : অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভেসে গিয়েছে চিনের হেনান প্রদেশ। দেখা দিয়েছে বন্যা। গত এক হাজার বছরে এমন বৃষ্টি হয়নি বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে বন্যায় ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই প্রদেশের ঝেংঝউয়ের একটি সাবওয়ে স্টেশন জলপ্লাবিত। একটি স্টেশনে ট্রেনে কোমর সমান জলে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারের কাজ চলছে। মধ্য চিনের ওই সাবওয়েতে বন্যার জলে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকে। শহর প্রশাসন জানিয়েছে, সাবওয়ে থেকে ৫০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এক লাখেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ত্রাণকার্যে হাত লাগিয়েছে সেনাবাহিনী। ওয়েইবো মাইক্রোব্লগিং ওয়েবসাইটের খবরে জানা গিয়েছে, তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে কাবু ঝেংঝউ শহর। এই শহরেরই মেট্রো রেলপথ মঙ্গলবার থেকে জলের তলায়। মেট্রোর কামরাগুলিতে জল বেড়েই চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জল থেকে বাঁচতে যাত্রীরা ট্রেনের সিটে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। ঠিক কতজন আটকে আছেন তা জানা যায়নি। তবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ওয়েইবোতে এক ব্যক্তি সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, মেট্রোর বগিতে তাঁর বুক পর্যন্ত জল উঠে এসেছে। তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। ঝেংঝউয়ের বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশনে জল ঢুকে গিয়েছে। হেনান প্রদেশের এই শহরে এক কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করেন। এখানে বহু রাস্তা জলপ্লাবিত। অস্বাভাবিক বৃষ্টির ফলে এই অবস্থা। জল ঠেলে এগোতে হচ্ছে মানুষকে। ১৬ জুলাই থেকে এখনও পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

চিনের ঝেংঝাউতে বন্যায় ভেসে যাচ্ছে গাড়ি। বুধবার। –এএফপি

অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যু নিয়ে তুলকালাম

বিরোধীদের তিরে কেন্দ্র বিদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : অক্সিজেনের অভাবে দেশে একজনও করোনা রোগীর মৃত্যু হয়নি বলে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকার যে দাবি করেছে তার তুমুল সমালোচনা করল বিরোধীরা। কংগ্রেস, আপ, শিবসেনা একযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি অবশ্য বিরোধীদের সমালোচনাকে আমল দিতে রাজি হয়নি। উল্টে গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, বিরোধীরা স্রেফ রাজনীতি করছে।

মোদি সরকারকে বিঁধে প্রাক্তন রাহুল গান্ধি টুইটারে লেখেন, 'শুধু অক্সিজেনের অভাব ছিল তা নয়। সংবেদনশীলতা এবং সত্যেরও অত্যন্ত অভাব রয়েছে। তখনও ছিল। এখনও রয়েছে।' সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের একটি পরিসংখ্যান তুলে রাহুল জানান, 'কেন্দ্রের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে আমাদের ৫০ লক্ষ ভাইবোন, মা–বাবা মারা গিয়েছেন।'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরার টুইট খোঁচা, অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হয়েছে কারণ, অতিমারীর বছরে সরকার অক্সিজেন রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৭০০ শতাংশ বাড়িয়েছিল। সরকার অক্সিজেন পরিবহণের জন্য ট্যাঙ্কারের কোনও বন্দোবস্তও করেনি। প্রিয়াঙ্কার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায়ন গোষ্ঠী এবং সংসদীয় কমিটি যে সুপারিশ দিয়েছিল তাকে অগ্রাহ্য করে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করার কোনও পদক্ষেপ সরকার করেনি। হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর সরকার সক্রিয়তা দেখায়নি।

"'শুধু অক্সিজেনের অভাব ছিল তা নয়। সংবেদনশীলতা এবং সত্যেরও অত্যন্ত অভাব রয়েছে। তখনও ছিল। এখনও রয়েছে।'

–রাহুল গান্ধি

"কেন্দ্রের নীতির জন্যই দ্বিতীয় ওয়েভে দেশের চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল। এখন সরকার নির্লজ্জভাবে সংসদে মিথ্যা বলছে।

–মনীশ সিসোদিয়া

"আমি বাকরুদ্ধ। কেন্দ্রের বক্তব্যে অক্সিজেন সংকটে মৃতের প্রিয়জনরা কী ভাবছে? সরকারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা উচিত।

–সঞ্জয় রাউত

অক্সিজেনের ঘাটতি নিয়ে সরব তৃণমূল কংগ্রেসও। দলের তরফে জানানো হয়েছে, অক্সিজেনের অভাব না হলে কেন্দ্রীয় সরকার কেন বিভিন্ন রাজ্যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে? অক্সিজেনের অভাবে বহু রোগীর মৃত্যু হওয়ায় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। আপ নেতা তথা দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার বক্তব্য, 'করোনার দ্বিতীয় সংক্রমণের সময় অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাপক গাফিলতি দেখিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের নীতির জন্যই দেশের চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল। এখন সরকার নির্লজ্জভাবে সংসদে মিথ্যা বলছে।'

দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের প্রশ্ন, অক্সিজেনের অভাব না থাকলে হাসপাতালগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন। শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের প্রশ্ন, 'আমি বাকরুদ্ধ। অক্সিজেনের অভাবে যে করোনা সংক্রামিতদের মৃত্যু হয়েছে কেন্দ্রের বক্তব্যে তাঁদের প্রিয়জনদের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? এই সরকারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা উচিত।'

বিরোধীদের সম্মিলিত আক্রমণের জবাবে পাল্টা সুর চড়ান বিজেপি নেতানেত্রীরাও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি টুইটারে লেখেন, 'মাননীয় সঞ্জয় রাউত, শিবসেনা ও কংগ্রেসের মতো ডাবল ডিফল্টারের দ্বিচারিতায় আমি আতঙ্কিত। মহারাষ্ট্রে কতজন মানুষ অক্সিজেনের অভাবে মারা গিয়েছেন তার পরিসংখ্যান কেন্দ্র ও সংবাদমাধ্যমের কাছে পাঠান। একই কথা প্রযোজ্য দিল্লির ক্ষেত্রেও।' বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল অক্সিজেন ইস্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছে।

দলিতের মৃত্যুতে বরখাস্ত ৩ পুলিশ

হায়দরাবাদ, ২১ জুলাই : তেলেঙ্গানায় পুলিশ হেপাজতে এক দলিত মহিলার মৃত্যুর জেরে ৩ পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ইয়াদাদ্রি জেলার আড্ডাগুদুর এলাকায়। সেখানে এক যাজকের বাড়িতে কাজ করতেন মরিয়ম্মা (৪৫)। ১৫ জুন একটি চুরির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ছেলে সহ থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। থানাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮ জুন মৃত্যু হয় মরিয়ম্মার। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের অত্যাচারে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দলিত মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে কংগ্রেস। দলের নেতা এন প্রিথামের অভিযোগ, পুলিশকর্মীরা মরিয়ম্মাকে মারধর করেছিলেন। তার ফলে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের নির্দেশে মৃত্যুর তদন্ত শুরু হয়। সেই তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে মঙ্গলবার ৩ জন পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মৃতার পরিবারকে ৩৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও।

গ্রেপ্তার অধ্যাপক

লখনউ, ২১ জুলাই : সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয়মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদে। সাহারিয়ার আলি নামে ওই ব্যক্তি স্থানীয় এসআরকে কলেজে ইতিহাস বিভাগে পড়াতেন। গত মার্চে তিনি ফেসবুকে স্মৃতি ইরানি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ওঠার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করেন। সাহারিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ফিরোজাবাদ পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

বাদ লিভারপুল

লন্ডন, ২১ জুলাই : ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকা থেকে বাদ পড়ল ব্রিটেনের লিভারপুল শহরের বিখ্যাত ওয়াটার ফ্রন্ট। জলাশয় ঘিরে 'অতিরিক্ত উন্নয়ন'–এর কারণে এই পদক্ষেপ বলে ইউনেস্কোর তরফে জানানো হয়েছে। সংস্থার হেরিটেজ কমিটির চেয়ারম্যান টিয়ান ইউহান জানান, ধারাবাহিক নির্মাণের কারণে ওয়াটার ফ্রন্টের স্বাভাবিক সৌন্দর্যায়ন নষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারে হেরিটেজ কমিটিতে ভোটাভুটি হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এটিকে হেরিটেজ তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ইদের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : করোনা বিধি মেনেই বুধবার দেশজুড়ে পালিত হল বকরিদ। এটি ইদ–উল–আযহা নামেও পরিচিত। এদিন সকালে ইদ উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টুইট, 'ইদ মুবারক। ইদ–উল–আযহাতে আমার পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা। বৃহত্তর স্বার্থে এই দিনটি ঐক্য এবং সহানুভূতির আবহ গড়ে তুলুক এই কামনা করছি।' রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লেখেন, 'সহনাগরিকদের ইদ মুবারক। আজ ত্যাগ ও বলিদানের আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিন।'

পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন বনাম ক্রিকেটার যুদ্ধ চলছেই

চণ্ডীগড়, ২১ জুলাই : মাঝে কেটে গিয়েছে ৭২ ঘণ্টারও বেশি সময়। কিন্তু পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং এবং সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধুর মধ্যে বরফ গলার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং দুই নেতার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ যেভাবে চরমে উঠছে তাতে এখন পঞ্জাবে কংগ্রেসের মধ্যে যুযুধান দুই পক্ষ।

এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আগামীদিনে আরও ভয়াবহ আকার নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে লাগাতার দলের নেতা–মন্ত্রী–বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করছেন সিধু।

এদিন প্রথমে অমৃতসরে নিজের বাড়িতে কংগ্রেস বিধায়কদের ডেকে পাঠান তিনি। তাতে দেখা যায়, ৬২ জন বিধায়ক উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে প্রথম স্বর্ণমন্দির তারপর দুর্গিয়ানা মন্দির এবং রাম তিরথ স্থলে যান সিধু। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, দলের বিধায়কদের সঙ্গে স্বর্ণমন্দির ও অন্যত্র প্রণাম করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি। কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র আরপি সিং সিধুর ডাকা বৈঠকে কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়কের অনুপস্থিতির ঘটনাকে খোঁচা দিয়ে টুইটারে লেখেন, খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। সিধু ৬২, ক্যাপ্টেন ১৫। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের মোট সদস্য সংখ্যা ৭৭। তার মধ্যে সিংহভাগ সিধু শিবিরে নাম লেখানোয় স্বাভাবিকভাবেই বেকায়দায় ক্যাপ্টেন শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, সিধুকে প্রদেশ সভাপতি পদে এখনও মেনে নিতে পারেননি ক্যাপ্টেন।

"সিধু যতদিন না মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অসম্মানসূচক মন্তব্যগুলির জন্য ক্ষমা চাইছেন, ততদিন ক্যাপ্টেন ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

"সিধুকে প্রদেশ সভাপতি করেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। মুখ্যমন্ত্রীর এটা বোঝা উচিত। সিধু কিছুতেই ক্ষমা চাইবেন না।

এই পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন–সিধু বরফ গলা তো দূরস্থান, দুই শিবিরের আড়াআড়ি বিভাজন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাতে বিচলিত নন। তাঁর মিডিয়া উপদেষ্টা রবীন ঠাকরাল মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দেন, সিধু যতদিন মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে করা অসম্মানসূচক মন্তব্যগুলির জন্য ক্ষমা চাইছেন, ততদিন ক্যাপ্টেন ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেছেন তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য ব্রহ্ম মহিন্দ্রাও। প্রদেশ সভাপতিকে সমর্থন করে রাজ্যের মন্ত্রী সুখজিন্দর সিং রনধাঁওয়া এবং ত্রিপাত রাজিন্দর সিং বাজওয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগে নিজের অহং ত্যাগ করুন। সিধুর আরও এক ঘনিষ্ঠ বিধায়ক পারগত সিং বলেন, সিধু কেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবেন। বিধায়ক মদনলাল জালালপুর বলেন, সিধুকে প্রদেশ সভাপতি করেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। মুখ্যমন্ত্রীর এটা বোঝা উচিত। সিধু কিছুতেই ক্ষমা চাইবেন না। ৬২ জন বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে বরফের শীতলতা তো দূরস্থান। উভয় শিবিরের চড়া অবস্থানে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে পঞ্জাব কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল।

সীমান্তে লাল ফৌজ নিয়ে চিন্তা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : পূর্ব লাদাখ সীমান্তে এখনও পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি ফেরেনি। ভারত ও চিন, দু'দেশের সেনাবাহিনীই সেখানে এখনও অবস্থান করছে। এর মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সীমান্তের অন্য প্রান্তে।

উত্তরাখণ্ড সীমান্তে ফের তৎপরতা বেড়েছে চিনের লাল ফৌজের। জানা গিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের বারাহোতি এলাকার কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে চিনা ফৌজের সক্রিয়তা বেড়েছে। সেখানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে চিন। আগে বহুবার এই এলাকার কিছু অংশ নিজেদের বলে দাবি করেছে চিন। তাই নতুন করে সীমান্তে চিনা তৎপরতায় উদ্বেগ বেড়েছে দিল্লির। ভারতীয় সেনা চিনা ফৌজের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি চিনা লাল ফৌজ অতিরিক্ত ৩৫টি ট্রুপ বারাহোতি সীমান্তে মোতায়েন করেছে। সেইসঙ্গে তাদের সন্দেহজনক গতিবিধিও লক্ষ করা গিয়েছে। এই আচমকা তৎপরতা বাড়ানোর পিছনে চিনের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করছেন ভারতীয় সেনা। যে–কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে তৈরি রয়েছে ভারতীয় জওয়ানরাও।

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ইতিমধ্যে চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াই ডিমরি উত্তরাখণ্ডের সীমান্ত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখেছেন। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। স্থানীয় কমান্ডারদের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁদের। লাদাখের মতো পরিস্থিতি যাতে উত্তরাখণ্ড সীমান্তেও তৈরি না হয়, সে ব্যাপারে ভারতীয় সেনা সতর্ক আছে বলে সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

অন্যদিকে গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জিংজিয়াং প্রদেশের শকচ শহে একটি নতুন বিমান ঘাঁটি তৈরি করছে চিন। গত এক বছর ধরে এই কাজ চলছে। এই বিমানঘাঁটি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চিনের শক্তি বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহন্নলাদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ

বেঙ্গালুরু, ২১ জুলাই : নজির গড়ল কর্ণাটক। সরকারি চাকরিতে বৃহন্নলাদের জন্য এক শতাংশ সংরক্ষণ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ইয়েদুরাপ্পা সরকার। ১৯৭৭–এর কর্ণাটক সিভিল সার্ভিস (জেনারেল রিক্রুটমেন্ট) বিধি সংশোধন করে এটা করা হয়েছে বলে কর্ণাটক হাইকোর্টে রিপোর্ট দাখিল করেছে বেঙ্গালুরু সরকার। দেশের মধ্যে কর্ণাটকই প্রথম রাজ্য যারা বৃহন্নলাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে ৬ জুলাই। তাতে বলা হয়েছে, এখন থেকে সরকারের সমস্ত বিভাগে নিয়োগের আবেদনপত্রে তিনটি স্তম্ভ রাখা থাকবে। প্রথম দুটি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য, তৃতীয় স্তম্ভটি থাকবে বৃহন্নলা তথা হিজড়েদের জন্য। কলামটির ওপরে লেখা থাকবে 'আদার্স' শব্দটি। স্তম্ভটি যাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই সম্প্রদায় থেকে প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষ বা মহিলা সেই চাকরি পেতে পারেন।

কর্ণাটক স্পেশাল রিজার্ভ পুলিশে বৃহন্নলাদের চাকরির ব্যাপারে সাংমা নামে একটি এনজিও কর্ণাটক হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিল। তার প্রেক্ষিতে সরকার পক্ষের আইনজীবী বিজয় কুমার পাতিল জানিয়েছেন, আগের নিয়ম সংশোধন করে সরকারি চাকরিতে তৃতীয় লিঙ্গ তথা নপুংসকদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে।